জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী

নেপবার্তা

অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা । ২০শ বর্ষ । ১ম সংখ্যা । জানুয়ারি ২০১৭

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর ষান্মাসিক প্রকাশনা 'নেপ বার্তা' জানুয়ারি ২০১৭ প্রকাশিত হলো। এবারের বার্তায় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন সংক্রান্ত সচিত্র সংবাদ, 'নেপ বোর্ড অব গভর্নরস এর ৩০তম সভার খবর।

নিয়মিত প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ সংবাদ, সিইনএড ও ডিপিএড সংক্রান্ত সংবাদ, নেপ-এ কর্মকর্তাগণের যোগদান ও বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত সংবাদ। এছাড়া রয়েছে নেপ-এ পরিচালিত গবেষণা 'Situational Analysis of the Inclusion of Grade Six to Eight in Primary School'-এর সারসংক্ষেপ। এ সংখ্যায় আরও সংযোজিত হয়েছে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ ও সাফল্যের সূত্র শীর্ষক বিশেষ নিবন্ধ।

'নেপ বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি জাতির বিবেক ও মননকে ধারণ করে থাকে। তাই পাঠকের নিকট থেকে এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ কাম্য।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
নেপ, ময়মনসিংহ

সার্বিক নির্দেশনায়
মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক

উপদেষ্টা
মোঃ শাহ্ আলম
পরিচালক

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন
বিশেষজ্ঞ
শেলী দত্ত
বিশেষজ্ঞ
মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহ-এ গত ১৫ আগস্ট, ২০১৭খ্রি. যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হলো শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। এ উপলক্ষ্যে দিবসটির কর্মসূচিতে ছিল জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন সংগ্রামী জীবনের উপর আলোচনা এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল।

মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় নেপ অডিটোরিয়ামে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল পবিত্র কোরআন ও গীতা থেকে পাঠ। এর পরপরই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ শাহআলম, পরিচালক, জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ আব্দুল হাই, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ, জনাব রত্না দাশ, বিশেষজ্ঞ, জনাব এ.কে.এম মনিরুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, লাইব্রেরীয়ান, নেপ এবং জনাব মিঠুন দাশ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রশিক্ষণার্থী (বেসিক কোর্স)।

সর্বশেষে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ ফজলুর রহমান বক্তব্য রাখেন। সভাপতির বক্তব্যের শুরুতেই ডিজি নেপ জনাব মোঃ ফজলুর রহমান জাতির জনকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে তাঁর ত্যাগ ও দীর্ঘ সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধশালী আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র "সোনার বাংলা" গঠনের। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের পরামর্শ দেন।

জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই কন্যা সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জাতি ইতোমধ্যে উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তিনি ১৫ আগস্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশ গঠনে সকলকে সত্যনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হতে বলেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ। সবশেষে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন। জনাব মোঃ এহসানুল হক, ইমাম, নামাজ ঘর, নেপ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মঞ্চে মোনাজাতরত মহাপরিচালক জনাব মো. ফজলুর রহমান (মাঝে)

বোর্ড অব গভর্নরস সভার সংবাদ

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৩০তম সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৩০তম সভা গত ১৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে রবিবার বিকেল ৩ টায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

উক্ত সভায় নেপ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-সহ মোট ১১জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় নেপ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন পরিচালনা নীতিমালা অনুমোদন করা হয়।

পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষার মনোন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Continuous process)। এ প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখার জন্য ডিপিএড ও সিইনএড প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে সময়োপযোগী করার জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষকগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে উন্নততর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষাদান ও তাদের মাঝে শিক্ষকসুলভ আচরণ সৃষ্টি ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক তৈরির মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পিটিআইসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুপারিনটেনডেন্টগণ দক্ষতার সাথে পিটিআই পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এ উপলক্ষ্যে গত ৬-৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে নেপ-এ অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনব্যাপী 'পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ' কোর্স। দুটি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। মোট ৫৭ জন সুপারিনটেনডেন্ট এ কোর্সে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মহাপরিচালক, নেপ। তিনদিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আসিফ-উজ-জামান, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সমাপনী দিবসে অংশগ্রহণকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও নেপ-এর অনুষদসদস্যবৃন্দের উপস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব ফারহানা আজাদ ও জনাব শাহীনা ইয়াসমিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তিনদিনব্যাপী এ কোর্সে বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনায় নেপ-এর তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন জনাব শাহ্ সুফী মোঃ আলী রেজা, উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, জনাব এ, এইচ, এম লোকমান, ডিএও, ময়মনসিংহ ও জনাব মোঃ আব্দুল

পিটিআই সুপারগণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মো. আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মহাপরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ।

ওয়াহাব, সহকারী পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। ১ম ব্যাচের কোর্স পরিচালনায় ছিলেন জনাব রঙ্গলাল রায়, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন জনাব আয়েশা আক্তার খাতুন ও জনাব শাহনাজ বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ। ২য় ব্যাচের কোর্স পরিচালনায় ছিলেন জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান কবীর, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও জনাব শামছুদ্দিন আহমেদ, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

সিইনএড সংবাদ

১। জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে জামালপুর, মুক্তাগাছা, রাঙ্গামাটি, সুনামগঞ্জ, কমলাপুর, বরগুনা, লালমনিরহাট ০৮ টি পিটিআই হতে ৬৫৯ জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষা জুন ২০১৬ এ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৫৮৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। পাশের হার ৮৯.২৩%।

২। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদ প্রদানের কাজ চলমান।

৩। জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে বান্দরবান, রাজবাড়ী, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর ও ঝালকাঠি পিটিআই-এ সি-ইন-এড কোর্স চলমান।

৪। জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির সময়সীমা ২১/০১/২০১৭ পর্যন্ত।

জীবন গতির নাম, স্থিতির নয়।
আপনি কিভাবে জীবনযাপন করছেন তার ওপর নির্ভর করছে
এ গতি উর্ধ্বগামী না নিম্নগামী হবে।

CAPACITY BUILDING WORKSHOP for NAPE PERSONNEL

A two days capacity building workshop for NAPE faculty has been completed on 21st December at NAPE. The objective of the workshop were developing an understanding of EIA (English in Action) approaches to classroom pedagogy and school based professional development, exploring EIA materials and practice working with them in order to understand how they facilitate the practice of interactive pedagogy and also learning to develop four language skills through different types of activities and resources.

Malcom Grifith, consultant, EiA, Bangladesh Leading a session of capacity building workshop for NAPE Personnel

The workshop was inaugurated by Mr. Md. Shah Alam, Director, NAPE. All the faculty members were partcipated and enjoyed this EIA conducted workshop. As a 'Centre for Excellence' is going to be set up jointly- NAPE & EIA, This workshop was the first jointly performed activity and had a great significant for both NAPE & EIA, A series of workshop will be conducted jointly for professional development of the PTI and URC personnel, Upzila level primary education related officers as well as primary school teachers for ensuring quality primary education specially on English. Moreover some researches will also be conducted jointly for smooth implementation of professional development approaches.

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের এক মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ

নবনিযুক্ত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের এক মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ৩ আগস্ট ২০১৬ শুরু হয়ে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সময়ে সমাপ্ত হয়। এ প্রশিক্ষণে মোট ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে উক্ত প্রশিক্ষণ সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন মহাপরিচালক, নেপ জনাব মোঃ ফজলুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে পরিচালকসহ নেপ-এর অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা; এ.এফ.এম হায়াতুল্লাহ; এ.এইচ.এম লোকমান, সিইও, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, মালবিকা ভৌমিক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (অবঃ); মোঃ শফিউল হক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ; নেছার আহমদ, যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; ইকবাল আহমদ, ডিএও, ময়মনসিংহ;

সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. ফজলুর রহমান, মহাপরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ।

মোঃ ইউসুফ আলী, বিভাগীয় পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ; নাজমুল হাসান খান, সাবেক মহাপরিচালক, নেপ; মোঃ ইউসুফ আলী, সাবেক উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; শাহ সুফী মোহাম্মদ আলী রেজা, উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

উক্ত কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সুলতান আহমদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ; জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব শাহিনা ইয়াসমিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

মহান বিজয় দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন

ডিসেম্বর আমাদের জাতির বিজয়ের মাস। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের বুকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি জাতির নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-এর সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার জন্য বীর শহিদদের আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ৪৫ বছর পূর্তিকে মহিমান্বিত করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিবারের ন্যায় এবারও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এ উদ্‌যাপিত হলো 'মহান বিজয় দিবস'। এই কাঙ্খিত দিনটিকে চিরভাস্বর করে রাখার উদ্দেশ্যে নেপ-এর পক্ষ থেকে পরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম-এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ময়মনসিংহের স্মৃতিসৌধে রাত ১২টা ১মিনিটে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সকাল ১০.০০টায় ছিল মহান বিজয় দিবস-এর তাৎপর্য ও বিজয় অর্জনের পেছনে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক নেপ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং গীতা থেকে পাঠের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ আব্দুল হাই, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ হায়দর আলী, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও আহবায়ক, বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, জনাব রঙ্গলাল রায়, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব তাহমিনা আক্তার, উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব রত্না দাশ, বিশেষজ্ঞ, জনাব পরিতোষ কুমার মজুমদার, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, নেপ। শেষে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক। তিনি সকলকে বিজয়

মহান বিজয় দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট জনাব মো. শাহ আলম, পরিচালক, নেপ।

নেপ পরিচালক (ডানে) জনাব মো. শাহ আলম এর নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি বিনম্রচিত্তে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে 'বিজয় ৭১' এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন নেপ পরিবার

দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। শুরুতেই তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরাঙ্গনাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি স্বাধীনতা অর্জনে যার যতটুকু অবদান তার স্বীকৃতি দেওয়ার আহবান জানান। এছাড়াও তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে বিজয় অর্জন এবং স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার পরামর্শ দেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। সবশেষে শহিদদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোঃ এহসানুল হক, ইমাম, নামাজ ঘর, নেপ। সার্বিক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ

রত্না দাশ
বিশেষজ্ঞ
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ

শিশু বান্ধব পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? শিশুবান্ধব পরিবেশ বলতে আমরা যা বুঝি শিশুর মনমত একটি সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ। যে পরিবেশে শিশু স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে শিশুদের মনে কোন ভীতি থাকবে না, তারা অনায়াসে নিজের মত করে চলাফেরা করবে, খেলবে, কথা বলবে। সব জায়গায় যেন তার সরলতা বজায় রাখতে পারে। সে যেন কোন অনিশ্চয়তার ছোঁয়া না পায়, কোন কিছু যেন তার উদ্বিগ্নতার কারণ না হয়। সব কিছুতেই যেন সে স্বাভাবিকভাবে সকলের সাহচর্য পায়, সর্বত্র যেন সে আনন্দের সাথে বিচরণ করতে পারে। বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ নির্ভর করবে শ্রেণি পরিবেশ, সহপাঠী শিক্ষার্থীর বন্ধুত্ব করে নেওয়ার দক্ষতার উপর। এই কাজটি সহজ করে তোলার দায়িত্ব একজন শিক্ষকের। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের ভাল ব্যবহার, বন্ধুসুলভ আচরণ এবং সহযোগিতা। যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? উত্তরে হয়তো বলবেন ভালো। আবার কেউ হয়তো বলবেন সুন্দর। কিন্তু সেই সুন্দর বা ভালো বলবো কাকে? কী করলে হবে সেই সুন্দর বা ভালো? স্বাভাবিকভাবেই অনেক শিক্ষকই সেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছেন না। একজন শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনে জায়গাই না করে নিতে পারেন তবে সেই শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা মনে রাখেনা। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে আচরণ করলে এই সম্পর্কটা তৈরী হতে পারে?

যে শিক্ষকের মনে শ্রেণির সমস্ত শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আদর ভালবাসা থাকে, সহানুভূতি থাকে, শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাগুলো মন থেকে বোঝেন, উপলব্ধি করেন, সমানভাবে শ্রদ্ধাও করেন, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারগতা এবং তাদের সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করতে পারেন তার আচরণই শিক্ষার্থী উপযোগী বা যথাযথ। সেই শিক্ষকই একমাত্র পারেন ধৈর্য্য ধরে, যত্ন করে শিক্ষার্থীদের পারগতাকে আরও বাড়াতে এবং তাদের সীমাবদ্ধতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে। একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের সীমাবদ্ধতাকে কৌতুহলোদ্দীপক করতে ও সেই কৌতুহলকে আগ্রহে রূপান্তরিত হতে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে।

একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষকই নন, তিনি একজন উত্তম বন্ধু এবং পথ প্রদর্শক। বিশ্বকবির ভাষায় বলা যায় শাসন সেই করতে পারে যে সোহাগ করতে জানে। তবে হ্যাঁ সর্বক্ষেত্রে শ্রেণিতে সোহাগ করাও সম্ভব নয়। তাকে শাসন করা যাবে। তবে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শাসন মানে শারীরিক মানসিক নির্যাতন নয়। শাসন মানে চলার পথে পা-কে ফসকে যাওয়ার মুহূর্তেই শক্তহাতে স্থিতি অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। যাতে শিক্ষকের সেই ব্যবহারকে শিক্ষার্থী ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যেন সে বুঝে তার শিক্ষক তাকে খুব ভালবাসেন তার দিকে খেয়াল রাখেন, তাকে উপযুক্ত সময়ে পথ নির্দেশনা দেন। তবেই সেই শিক্ষকের প্রতি শিশুমনটি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ থাকবে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগবে। শিক্ষকের ব্যবহার এমন হবে শিশু যেন নিরাপত্তা বোধ করে, যেন সে তার শিক্ষককে তার ভালবাসার মানুষটি ভাবতে দ্বিধা না করে। শিশুর না পারার যে সংশয়, লজ্জা, সংকোচ সেগুলো অপসারণ করতে হবে, তার মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে এবং উৎসাহ, আনন্দ ও প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করে তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার অপারগতাকে পারগতায় রূপ দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। মনে রাখতে হবে শ্রমানন্দ মানুষের মেধা বিকশিত করে ও শেষে তা যোগ্যতায় পরিণত হয়। শিক্ষার্থী যখন বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসে পরিবারের সকলের ভালবাসার গণ্ডি ছেড়ে বিদ্যালয়ে সে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে, পরিবারের সুরক্ষিত আদর যত্নে আনন্দঘন একটি পরিসর ছেড়ে তাকে ঢুকতে হয় অনিশ্চিত অরক্ষিত একটি পরিবেশে যেখানে থাকে নিয়ম শৃঙ্খলা আর শাসনের বেড়া। সেখানে সবগুলো মুখ থাকে তার অপরিচিত। অনেকটা সময় তাকে এখানে থাকতে হয়। অচেনা এক পরিবেশ এবং ভেতরে যা চলে তা বাড়ির পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সময় যদি একজন শিক্ষক বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ান শিক্ষার্থী তখন তাঁকে তার অসহায়ত্বের প্রধান অবলম্বন বলে মনে করে। তাই একজন শিক্ষকই পারেন দুরুদুরু বুকের শিক্ষার্থীকে উৎসাহ যোগাতে, উদ্দীপ্ত করতে।

দেখা যায় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কত ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসে। স্বভাবত: অনেক শিশুর শুরুতেই অনেক দ্বন্দ্ব থাকে যেগুলোর উৎপত্তি দারিদ্র্য, অপুষ্টি, ভাঙ্গা পরিবার, থাকে শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা। শিক্ষক যদি নিরন্তর ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীদের মানসিক দ্বন্দ্ব বা সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে পারেন, সাহস ও কৌতূহল সৃষ্টি করে উদ্দীপ্ত করতে পারেন তখন তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। কি ভালো, কি মন্দ অনেক শিক্ষার্থী তা জানে না, বোঝে না। তাদেরকে সেই জিনিসটি বুঝতে হবে এবং কিভাবে ভালোকে গ্রহণ আর মন্দকে বর্জন করতে হয় সেই অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। এভাবেই একজন শিক্ষার্থী সেই শিক্ষককে তার মনের মণিকোঠায় ঠাঁই দেয়, আমরণ তাঁকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে অর্থাৎ শিক্ষক তার মনে জায়গা করে নেন। আমি মনে করি শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরেই শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। যা শিক্ষার্থীদের জীবনের ধারাটাই পাল্টে দিতে পারে, উপযুক্ত সময়ে শিক্ষার্থীর মনের অভিপ্রেত চাহিদা অনুযায়ী সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে। আজকালকার দিনে শিক্ষার্থীরা অহরহ ভুল পথে যাচ্ছে। কোন না কোনভাবে কোন না কোন সময়ে শিক্ষার্থীর আচরণ তার হাবভাব অবশ্যই শিক্ষকদের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাই শিক্ষককে হতে হবে প্রজ্ঞাবান, মেধাবান, সহনশীল এবং কৌশলী। অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে তাঁকে এ কাজ করে যাওয়া উচিত।

শিক্ষকতা যেমনি আনন্দের তেমনি অত্যন্ত কঠিন পেশা। একজন শিক্ষক তার মা-বাবার আসনেও বসতে পারেন। শিক্ষার্থীরা যখন বড় হয়, তাদের বয়স বাড়তে থাকে তাদের চাহিদা বাড়ে, দ্বন্দ্ব বাড়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন হয় তারা। সেই সময় যদি একজন শিক্ষক সততার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে অনেক স্বচ্ছন্দভাবে প্রতিকূল পরিবেশ কাটিয়ে এ ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে এবং নিজেকে গড়ার সঠিক অনুপ্রেরণা পাবে। শিক্ষার্থীদের সত্যিকার ভালবাসতে হবে নিজের সন্তানের চেয়েও। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের যে ব্যবধান তা সরিয়ে তাদের কাছে নিতে হবে। তাই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে তিনি শুধু শিক্ষকই নন তিনি একজন সুষ্ঠু পরিচালনাকারী এবং একজন উত্তম বন্ধু। এটাই হোক শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ভিত্তি। তবেই আমরা পাব শিশু উপযোগী শিশুবান্ধব পরিবেশ।

সাফল্যের সূত্র

মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ

সূত্র যে কোন অনুসরণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে, ফলাফল আসে স্বত:স্ফূর্তভাবে। চাকরিজীবনেও সহজ গতিময়তায় সাফল্য আসতে পারে, যদি সূত্রগুলো আপনার জানা থাকে।

সফল ক্যারিয়ারের জন্য চাকরিক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির পঞ্চসূত্র অনুসরণ অপরিহার্য। চাকরি জীবনের হতাশা ঝেড়ে ফেলুন। সাফল্যের সূত্র ও নির্দেশনা অনুসরণ করুন। ক্রমান্বয়ে আপনি সাফল্যের সোনালি সোপানে আরোহণ করবেন।

প্রথম সূত্র : আস্থা-বিশ্বস্ততা

১. নিজের প্রতি আস্থা রাখুন। কাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। কাজই হোক আপনার প্রেম।
২. আংশিক নয়, পেশাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করুন। যখন যে পেশায় থাকবেন, সে পেশার কাজের সঙ্গে একাকার হয়ে যান।
৩. কাজকে অবহেলা করবেন না। গোঁজামিল বা ফাঁকি দেবেন না।
৪. কোন অপারগতায় অজুহাত দেবেন না। যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে সরল স্বীকারোক্তি করুন।
৫. ভান বা অভিনয় নয়, মনের আনন্দে কাজ করুন। প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিন। কাজেই বৈচিত্র্য আনুন।
৬. যতদিন যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, ততদিন তার স্বার্থ রক্ষায় আপনার পক্ষে করণীয় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

দ্বিতীয় সূত্র : কর্মকৌশল

১. সিদ্ধান্ত নিতে সাহসী হোন, অহেতুক বিলম্ব করবেন না। প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকেই বদলে দেবে।
২. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কম ক্ষতি স্বীকার করে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে সচেষ্ট থাকুন।
৩. যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেই সমস্যা সমাধানের কৌশল ঠিক করুন।
৪. প্রতিদিন অন্তত একজন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হোন। পূর্বপরিচিতদের সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন।
৫. কাজের প্রয়োজনে অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগের মাত্রা/ধরন ঠিক করুন।
৬. আবেগপ্রবণ হবেন না। প্রো-একটিভ থাকুন। অভিমান-অভিযোগ না করে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিন।

তৃতীয় সূত্র : পেশাদারিত্ব

১. অফিসকে বাসায় বা বাসাকে অফিসে নিয়ে আসবেন না। পেশাগত বা পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও সমস্যা যেন একটি অপরটির শান্তিকে বিঘ্নিত না করে।
২. কথায় ও কাজে আন্তরিক প্রাতিষ্ঠানিকতা বজায় রাখুন।
৩. কোন মন্তব্য বা আচরণের প্রেক্ষিতে বস/সহকর্মীর সঙ্গে বিরোধে জড়াবেন না। প্রকাশ্যেও কাউকে অপমান বা হেয় করবেন না।

৪. কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কের জটিলতা বা ভুল বোঝাবুঝিকে ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে সব সময় সাংগঠনিকভাবে দেখুন।

৫. কোন ভুল হয়ে গেলে যুক্তিখণ্ডন করবেন না। অন্যরা বলার আগে নিজেই তা নিঃসংকোচে স্বীকার করুন।

চতুর্থ সূত্র : পদ-আনুগত্য

১. চেয়ার/বসের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করুন। তাহলে আপনিও আপনার অধীনস্থদের আনুগত্য লাভ করবেন।

২. চাকরির কাজে বসের কথা ও সিদ্ধান্তকে সবসময় হাঁ বলুন। তার প্রতি মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। মনে ক্ষোভ থাকলে বাস্তবেও দূরত্ব বেড়ে যাবে।

৩. আনুগত্য ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সাংগঠনিক পদক্রম অনুসরণ করুন।

৪. বসের যুক্তিসঙ্গত প্রশংসা করতে কখনই কার্পণ্য করবেন না। যে কোন ছোট্ট আনুকূল্যের জন্যও তাকে ধন্যবাদ দিন। কর্মক্ষেত্রে উদ্ধত হবেন না, প্রত্যয়ী ও বিনয়ী থাকুন।

৫. আপাতদৃষ্টিতে উদ্ধত ব্যক্তিকে স্মার্ট মনে হলেও একজন বিনয়ী তার চেয়েও স্মার্ট।

৬. প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। তাহলে সেখানে আপনার মূল্যায়ন না হলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই অন্যত্র আপনি পুরস্কৃত হবেন।

পঞ্চম সূত্র : ক্রম-উৎকর্ষ

১. পেশাভিত্তিক যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জনের মাপকাঠিতে প্রতিদিন নীরবে আত্মপর্যালোচনা করুন।

২. প্রচ্ছন্ন নেতৃত্বের অবস্থানে নিজেকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকুন।

৩. ব্যবস্থাপকীয় গুণাবলি ও সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়ান। তাহলে অন্যদের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবেন।

৪. চাকরি সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

৫. সহকর্মীকে সহযোগী, বসকে অভিভাবক এবং নিজেকে নিজের প্রতিযোগী মনে করুন। সুস্থ প্রতিযোগিতা আপনার কর্ম-উৎকর্ষকে বেগবান করবে।

পরিশেষে বলা যায় সফল ক্যারিয়ার কখনই সোনার হরিণ নয়। শতকরা ৯০জন ক্যারিয়ারিস্ট জীবন শুরু করেছেন শূন্য থেকে। বংশ পরিচয় বা পারিবারিক খুঁটি নয়, গভীর আস্থা ও ঝুঁকি নেওয়ার সাহস প্রত্যেককে শূন্য থেকে শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আর নিরলস শ্রম ও সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত তাদেরকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সবার সফল সুখী ক্যারিয়ারের জন্য তাদের সাফল্যের নেপথ্য রহস্যের আলোকেই সাজানো হয়েছে এ পরামর্শমালা। এ পরামর্শ অনুসরণ করলে সফল ক্যারিয়ার পরিণত হবে সফল কর্মজীবনে।

তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

বিদেশ ভ্রমণ

ভারত ভ্রমণ

ECL এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি বিদ্যালয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতায় শাণিত হচ্ছেন সদস্য দলের দলনেতা জনাব মো. ফজলুর রহমান, মহাপরিচালক ও জনাব মো. শাহ আলম, পরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফ কর্তৃক গত ৭-১১ আগস্ট, ২০১৬ পর্যন্ত ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের চেন্নাই-এ 'Each child Learn (ECL) Strengthening Model' এর উপর শিক্ষাসফর এর আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত শিক্ষাসফরে নেপ এর পক্ষ থেকে জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মহাপরিচালক, নেপ এবং জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক, নেপ অংশগ্রহণ করেন। ১০ সদস্য বিশিষ্ট দলে দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মহাপরিচালক, নেপ। এই সফরে আরও ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৩ জন, প্লানিং কমিশন থেকে ১ জন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ২ জন উপপরিচালক, খুলনা বিভাগ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিলেট। তিন দিনব্যাপী এই শিক্ষাসফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন উন্নয়নে Activity Based Learning (ABL) পদ্ধতিতে কিভাবে কার্যকরভাবে কাজ করে তার ধারণালাভ করা, Activity Based Learning শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে ইসিএল প্রোগ্রাম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে কী কী ধরনের সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রয়োজন তা জানা এবং প্রাথমিক স্তরের চারটি বিষয়ে (বাংলা, গণিত, ইংরেজি ও পরিবেশ পরিচিতি) মাইলস্টোন, লোগো এবং ল্যাডার তৈরির বিষয়ে ধারণা লাভ করা। বাংলাদেশের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়নে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।

বিদেশ ভ্রমণ

জাপান ভ্রমণ

জাপানের মিয়াগী বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ডাই এ Methods and techniques of pre-service Teacher Training course এ নেপ এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী জনাব মো. শাহ আলম, পরিচালক, নেপ এবং জনাব রঙ্গলাল রায়, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ নেপ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জনাব মোঃ শাহ আলম পরিচালক, নেপ এবং জনাব রঙ্গ্যলাল রায়, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ২৩ দিনব্যাপী জাপানের মিয়াগী বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ডাই এ Methods and Techniques of Pre-service Teacher Training Course (j1604390) প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো হলো-

1. Brief introduction of Miyagi University of Education
2. School Education in Japan
3. Teacher training in Japan
4. MUE Policy and curriculum
5. Standards for initial teacher education
6. Lessons, syllabus and credit
7. Performance evaluation and credit
8. Teaching Practice
9. Education on Special Needs
10. Overview of pre-service teacher training for primary school education and its course
11. Overview of "Affiliated Special-Needs School Miyagi University of Education'
12. Roles of "Affiliated School Miyagi University of Education"
13. Board of Education
14. System of recruiting teachers

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে শিক্ষকদের জন্য প্রিসার্ভিস প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা উপস্থাপন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কারিকুলাম ম্যাপ প্রণয়ন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের ধারণা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের জন্য প্রিসার্ভিস প্রশিক্ষণ বিশেষ করে ডিপিএড প্রশিক্ষণে প্রচলন করা যাবে বলে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীগণ Affiliated Special-Needs School, Miyagi University of Education, Affiliated School, Miyagi University of Education, Board of Education এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তাছাড়া ২০১৩ সালে সংঘটিত সুনামি বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

ডিপিএড কার্যক্রম (জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৬)

০১ জানুয়ারি ২০১৬ হতে দেশের ৫০টি পিটিআই-তে ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ডিপিএড কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৬) নিম্নরূপ :

১। ডিপিএড কার্যক্রম মনিটরিং :

নেপ অনুষদবৃন্দ ১০টি পিটিআই পরিদর্শন করেছেন। মনিটরিং এর তথ্যের ভিত্তিতে ১৭তম এবং ১৮তম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। ডিপিএড সামগ্রী মুদ্রণ :

২৯টি বিষয়ভিত্তিক সামগ্রী মুদ্রণ করা হয়েছে এবং জানুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে ৬০টি পিটিআইতে বিতরণ করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা

নেপ এ ১টি ডিপিএড ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা এবং ৩টি ডিপিএড পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ২০১৬ উদ্‌যাপন

গত ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি. পৃথিবীর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাহমাতুল্লিল আল-আমীন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ১৪৪৬তম জন্ম ও ১৩৮৩তম ওফাত দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর বিশেষ করে ইসলামের শান্তি, প্রগতি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার নারীর মর্যাদা ইত্যাদির উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। নেপ এর বিশেষজ্ঞ জনাব মীর মোঃ আরিফুর রহমানের উপস্থাপনায় শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ এহসানুল হক, ইমাম, নামাজ ঘর, নেপ। এরপর নেপ এর সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব এ কে এম মনিরুল হাসান Power Point Presentation এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও কর্মের একটি চমৎকার চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরেন। অতঃপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী গ্রন্থাগারিক, জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর ড. সুজন কুমার সরকার, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব সুলতান আহম্মেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব তাহমিনা আক্তার, উপ-পরিচালক, প্রশাসন। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে নেপ এর সম্মানিত পরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম বর্তমান বিশ্বের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিলে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন নেপ নামাজ ঘরের ইমাম জনাব মোঃ এহসানুল হক।

পিটিআই-এর সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের 'পিটিআই ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ১টি বেসরকারীসহ ৬৭টি পিটিআই সি-ইন-এড এবং ডিপিএড কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে উন্নততর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকসুলভ আচরণ সৃষ্টিসহ দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক তৈরির কাজে পিটিআই এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের ধ্যান-ধারণাকে সময়োপযোগী করার জন্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিটিআই এর সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের জন্য নেপ গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬ হতে ১৭ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত 'পিটিআই ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কোর্সের উদ্দেশ্য হলো পিটিআই এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, একাডেমিক তত্ত্বাবধান, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের অত্যন্ত পারদর্শী করে তোলা।

পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ একাডেমিক পরিদর্শন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, পরীক্ষা পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ কৌশল, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সহায়ক বিধিবিধান, বেতন নির্ধারণ ও বেতন বিল প্রস্তুতকরণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি, নথি ব্যবস্থাপনা, ডিপিএড প্রোগাম, যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন, ছুটি বিধিমালা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা, পিইডিপি-৩, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, সরকারী কর্মচারী শৃংখলা ও আপিল বিধি ১৯৮৫ এবং সরকারী চিঠিপত্র লিখন প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনুশীলনভিত্তিক অধিবেশন পরিচালিত হয়।

নেপ এর তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়াও অতিথি বক্তা হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব মোঃ নাজমুল হাসান খান, সাবেক মহাপরিচালক, নেপ, জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, জনাব এ.এইচ.এম হায়াত উল্লাহ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, জনাব এইচ এম লোকমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, জনাব ইকবাল হাসান, জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ, জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক উপ-পরিচালক, দুদক, শাহ সুফী মোঃ আলী রেজা, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

বিভিন্ন পিটিআই, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং নেপ -এ কর্মরত মোট ২৮জন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পদোন্নতি সংবাদ

নেপ এর পরিচালক
জনাব মোঃ শাহ আলম এর
যুগ্মসচিব হিসেবে পদোন্নতি

জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক, নেপ বিসিএস ১১তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসন ক্যাডারে ১ এপ্রিল ১৯৯৩ সালে যোগদান করেন। পরিচালক হিসেবে তিনি নেপ এ যোগদান করেন ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। নেপ এ যোগদানের পূর্বে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ), ঠাকুরগাঁও এ কর্মরত ছিলেন। তারও পূর্বে তিনি উপপরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে নেপ এ কর্মরত ছিলেন। তিনি ২৭ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। পদোন্নতির পর তাঁকে পুনরায় প্রেষণে পরিচালক হিসেবে নেপ এ পদায়ন করা হয়। তাঁর নিজ জেলা কুড়িগ্রাম।

যোগদান সংবাদ

উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান
ড. সুজন কুমার সরকার

ড. সুজন কুমার সরকার (প্রফেসর, উদ্ভিদবিদ্যা) গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন এবং ২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহে যোগদান করেন। তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকায় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে যোগদান করেন। তিনি পুনরায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন। তিনি. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে নবম ব্যাচে প্রভাষক পদে ২৬ জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে যোগদান করেন। তিনি ইতোপূর্বে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে (অধ্যাপকের শূন্য পদের বিপরীতে স্ববেতনে কর্মরত) উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ আনন্দমোহন কলেজে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে Secondary Education Quality and Access Enhancement project (SEQAEP) প্রকল্পে উপপরিচালক হিসেবে এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল ময়মনসিংহে আঞ্চলিক উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি "A Comprehensive Investigation of the Pteridophytes of greater Mymensingh District of Bangladesh" শিরোনামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রফেসর ড. এ.বি.এম এনায়েত হোসেন-এর তত্ত্বাবধানে ২০০৯ সনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রে তাঁর পাঁচটি পাবলিকেশন রয়েছে।

উপ-পরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান
জনাব তাহমিনা আক্তার

জনাব তাহমিনা আক্তার গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে উপপরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে নেপ এ যোগদান করেন। যোগদানের পূর্বে তিনি ময়মনসিংহ জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলায়ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং নান্দাইল উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব তাহমিনা আক্তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ হতে এম.এস.এস ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০৩ সালের ১০ ডিসেম্বর তিনি বিসিএস ২২তম ব্যাচের সদস্য হিসেবে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চাকুরি জীবনে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

যোগদান সংবাদ

বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মীর মোঃ আরিফুর রহমান

গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ খ্রি. বিশেষজ্ঞ হিসেবে নেপ-এ যোগদান করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) এবং থিসিসসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার থেকে ২০০১ সালে Intermediate Course in English ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০২ সালের ২৭ মে হতে ২০০৬ সালের ১৯ আগস্ট পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকাকালীন ২০০৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন কোর্স এবং ২০০৬ সালে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৬ সালে তিনি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০০৮ সালে মোমেনশাহী 'ল' কলেজ হতে এল এল বি ডিগ্রি অর্জন করেন। একই সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে PGD in ICT ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ২০১২ সালে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কোর্স এবং ২০১৬ সালে TOT কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি প্রভাষক হিসেবে ময়মনসিংহ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ, ছাগল নাইয়া সরকারি কলেজ, ফেনী, গৌরীপুর সরকারি কলেজ ময়মনসিংহ, মুমিনুন্নিসা সরকারি কলেজ ময়মনসিংহ এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর ও কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, কুড়িগ্রাম এ দায়িত্ব পালন করেন।

সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মো. নজরুল ইসলাম

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ১৩ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এ সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করেছেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি পঞ্চগড় পিটিআইয়ে ইন্সট্রাক্টর (কৃষি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ১২ এপ্রিল ১৯৬৩ খ্রি. ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের বালিয়াগড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এস.সি (এজি) অনার্স এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এড এবং এম.এড ডিগ্রী অর্জন করেন। জনাব নজরুল ইসলাম ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ খ্রি. তারিখে ইন্সট্রাক্টর (কৃষি) হিসেবে পাবনা পিটিআইয়ে প্রথম যোগদান করেন।

Situational Analysis of the Inclusion of Grade Six to Eight in Primary School

NAPE is a reputed training & research institution in the field of primary education. Not less than two researches are conducted within a fiscal year. In the fiscal year 2015-16, a vital and relevant research named 'Situational Analysis of the Inclusion of Grade Six to Eight in Primary School' was conducted by an eight member team headed by Mr. Rangalal Ray, Senior Specialist, NAPE. The other team members are Md. Zahurul Hoque, Khandakar Ohiduzzaman, Mrs. Ayesha Akhter Khathun, Mrs. Monoara Begum, Mr. Md. Aminul Haque, Mohammad Abu Bakar Siddik and Mrs. Shaheen Momtaz. Except specialist Md. Zahurul Hoque all are Assistant specialists. The research team was directed by Mr. Md. Fazlur Rahman, Director General, NAPE, Mymensingh.

The following recommendations have been come up through constant, cautious and continuous endeavor of the team.

Recommendations

A. Resources (external and internal)

1. Adequate classroom and furniture is needed for all the schools. The classroom should have a size that one teacher and forty students can sit in the room comfortably.
2. It is needed to ensure teaching-learning materials (blackboard, push-pin board etc.) in classroom in proper time.
3. ICT equipment (laptop, multimedia etc) have to be provided in all schools.
4. Instructional materials (Teacher's Guide, Teacher's Edition etc) have to be provided in due time in each school.
5. Teachers and Head Teachers should be more sincere to preserve teaching-learning materials.
6. It is needed to establish laboratory with sufficient Instruments.
7. It is essential to build library with adequate books in each school.
8. Sufficient number of teachers should be recruited for each school and the teacher-student ratio should be 1:40.

B. Teachers Capability

1. To recruit subject-based teachers specially for Math, English and Science and ensure conducting particular subject by them. It is also needed to arrange training for them.
2. Arrange refresher training for techers in every year.
3. Encourage teachers for higher studies needed
4. Recruit subject based teacher
5. Arrange curriculum dissemination training on Grade Six to Eight content for teachers.
6. Provide subject based computer training for teachers to conduct sessions.
7. Sufficient amount of contingency should be allocated for all the schools.
8. Co-curricular activities is needed to implement and necessary materials should be provided to accomplish it smoothly.

C. Support from stakeholders

1. Ensure academic supervision by field level officers (AUEO, URC Instructors, Secondary Education officers) regularly.
2. Ensure involvement of field level officers to run the school effectively.
3. Ensure providing new books and other teaching learning materials to the students timely.
4. Local authority should help to get admission in Grade Six in the same school who has completed Grade Five.
5. A good relationship should be maintained with Secondary Education Office regarding student's registration to participate Junior School Certificate Exam and for other issues.
6. Required number of support staff (Computer operator, office-assistant, office staff etc.) should be recruited for all the schools.
7. Sufficient amount of contingency should be allocated for all the schools.
8. Co-curricular activities is needed to implement and necessary materials should be provided to accomplish it smoothly.

D. Assessment Related

1. Comprehensive training on assessment for learning is needed for every teacher.
2. Need proper training on item development to make creative questions in grade 6 to 8.
3. Field level education officers should have orientation upto Grade Eight assessment system.
4. Field level education officers should be trained to give support and guidance school authority to arrange assessment related activities in schools.

E. Others

1. A new integrated curriculum should be developed for the students of Grade Six to Grade Eight. The new curriculum should be linked with existing primary curriculum.
2. Workload of the teachers need to be reduced.
3. Ensure students stipend in primary schools like given in high schools.
4. Teacher recruitment policy should be modified.
5. DPEd curriculum should be revised in the light of new situation (Upto grade eight primary education).

আমাদের নজরুল

মোহাম্মদ শাহজাহান কবীর
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
নেপ, ময়মনসিংহ।

বর্ধমানের ছোট্ট ছেলে
নামটি তার নজরুল
মাথাভর্তি ছিল তার
বাবরি দোলানো চুল।
গ্রামটি ছিল আসানসোলের
নামে চুরুলিয়া
সেই গ্রামেতেই জন্মেছিলেন
মোদের দুখু মিয়া ।
তাঁর পিতার নামটি ছিল
ফকির আহমদ
সব সময়ই রুখতেন তিনি
নজরুলের সব বিপদ।
মাতার নামটি ছিল তার
জাহেলা খাতুন
সব সময়ই করতেন তিনি
নজরুলকে যতন।
আট বছরেই মরলেন তার
জন্মদাতা পিতা
তখন তাকে আগলে রাখেন
তারই আপন মাতা।
হাতে পায়ে পড়লেন তিনি
দারিদ্রেরই বেড়ী
দূর করতে সেই দারিদ্র
করলেন মোয়াজ্জিনগিরি।
সুবিধা তাতে হলো না দেখে
কবি লিখলেন গান
সেই সুবাদে তিনি তখন
লেটোর দলে যান।
লেটোর দলে তার চাচা
ছিলেন ওস্তাদ কবি
তার কাছে শিখলেন নজরুল
প্রয়োজন যা সবই।
তার চাচা ডাকতেন তাকে
ব্যাঙাচি এক বলে
বলতেন নজরুল বিখ্যাত হবে
বড় এক সাপ হলে।
অবশেষে ফলল তার
আপন চাচার কথা
বিশ্বজোড়া খ্যাতি হল তাঁর
নিয়ে দুঃখ ব্যথা।
লেটোর দল ছেড়ে কবি
ভর্তি হলেন স্কুলে
স্বাধীনচেতা নজরুল স্কুলের
নিয়ম গেলেন ভুলে।
স্কুল থেকে পালিয়ে কবি
আসানসোলে যান
পাঁচ টাকা বেতনে রুটির
দোকানে চাকরি পান।
সকালে উঠে আটা ছেনে
রুটি তৈরি করেন
বিক্রির পর সে সব রুটি
গান গান আর পুঁথি পড়েন।
আসানসোলের দারগা তখন
কাজী রফিউদ্দিন
কবিকে দেখে ভাবলেন তিনি
বড় হবে সে একদিন।
অবশেষে নজরুলকে তিনি
ত্রিশাল নিয়ে যান
কাজীর সিমলা হাইস্কুলে
তাকে ভার্তি করান।
ফল তার ভালো হলোনা
সেই নিয়মের জাল
নজরুল আবার ছেড়ে দিলেন
লেখা-পড়ার হাল।
দূরন্ততে ছিলেন তিনি
সবার চেয়ে সেরা
সুযোগ পেলেই ছেড়ে দিতেন
গোয়ালের গরু-ভেড়া।
পরীক্ষার খাতা ভরতেন
কবিতা লিখে তার
শিক্ষকগণ পড়ে বলতেন
খুবই চমৎকার।
সেখান থেকে নজরুল আবার
নিজের গ্রামে যান
স্কুলেতে ভর্তি হয়ে
পড়ায় দিলেন মন।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যখন
শুধুই ঘনঘটা
নজরুলের মনটা তখন
হয়ে উঠলো চটা।
গোপনেতে গেলেন তিনি
যুদ্ধক্ষেত্রে চলে
লেখা-পড়া, আপন-জন
সব কিছুই ফেলে।
সেখানে তিনি পেলেন একজন
পাঞ্জাবী মৌলভী
ফারসী ভাষা শিখলেন সেথায়
আমাদের এই কবি
যুদ্ধ থেকে আবার কবি
আসেন দেশে ফিরে
লেখা-লেখি শুরু করেন
পত্রিকা এক ঘিরে।
বিদ্রোহী কবিতা তার
যখন প্রকাশ হয়
কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে
সারা বিশ্বময়।
তরুণরা সব হয় ভক্ত
কবির কবিতায়
কবি তখন ঢুকে পড়েন
তাদের চেতনায়।
গান রচনায় তার ছিল
ভীষণ রকম নিষ্ঠা
তিনি ছিলেন সুর যাদুকর
শ্রেষ্ঠ সুর স্রষ্টা।
নজরুল ছিল প্রেমিক পুরুষ
বুকে ছিল প্রেম জ্বালা
এজন্যই লিখেছিলেন
বই শিউলিমালা।
মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধনহারা
আরও ব্যথার দান
বাংলা উপন্যাসে এসব
সেরা অবদান।
ছায়ানট, দোলনচাপা
সাথে অগ্নিবীনা
এসব তার কাব্যগ্রন্থ
সবার চির চেনা।
আলেয়া, ঝিলমিলি
আরও পুতুলের বিয়ে
এসব তার নাট্যগ্রন্থ
নিবেন মিলিয়ে।
সন্ত্রাসীদের কাঁপিয়েছে
তার ধুমকেতু
ব্রিটিশরা হয়েছে তাই
তার কাছে নতু।
আগমনী লিখে কবি
যখন যান জেলে
জাগরণের দ্বার তিনি
দিলেন তখন খুলে।
বন্দীরা সব শুরু করে
কবির আরাধনা
জেলার সাহেব বাড়ায় তখন
কবির বেদনা।
অত্যাচারে কবি করেন
অনশন শুরু
তা দেখে জেলার সাহেবের
কুঁচকে যায় ভুরু।
অনশন ভাঙেন কবি
চল্লিশ দিন পর
অনুরোধে কুমিল্লার
বিরজা সুন্দরীর।
তার পরই কবি পড়েন
শিরপীড়ার রোগে
চব্বিশ বছর কবি এই
অসুখেতেই ভোগে।
এরপর এল যখন
ছিয়াত্তর সাল
কবি তখন ছেড়ে দিলেন
জীবনের হাল।
তিনি এখন শুয়ে আছেন
মসজিদের পাশে
যেখানেতে প্রতিদিন
আযানের ধ্বনি ভাসে।
জাত-বর্ণ মানে না যারা
তারাই কবি কুল
সব জাতিরই কবি ছিলেন
আমাদের নজরুল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর নেপ-এর কোর ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর নেপ এর কোর ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ কোর্সে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মহাপরিচালক, নেপ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রায়ই বিদ্যালয়গুলোকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই বিদ্যালয়গুলোর পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয় বিধায় শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এ অনুষ্ঠিত হলো 'Save the children' আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'Training of core trainers on school disaster management' প্রশিক্ষণ। ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, আগুন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলি স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনা যা হওয়া উচিত, এ সমস্ত বিষয়বস্তু প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে যেভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে মূলত এর উপর দু'দিন ব্যাপী নেপ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে আপদকালীন সময়ে কিভাবে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে সেই কৌশল শেখানোর জন্য অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা একটি মহড়াও প্রদর্শন করা হয়। প্রশিক্ষণটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রশিক্ষণে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন জনাব মোঃ মনিরুদ্দিন, ম্যানেজার, School disaster management, Save the children.

এক নজরে নেপ প্রশিক্ষণ সংবাদ

নেপ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও নবতর ধারণা বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিগত (জুলাই - ডিসেম্বর) ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত **রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সম্পন্নকৃত প্রশিক্ষণ বিবরণ।**

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ / কর্মশালার নাম	খাত	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	নবনিযুক্ত সহকারী উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	রাজস্ব	১	৩ আগস্ট- ১ সেপ্টেম্বর/২০১৬	৪০ জন
০২	সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের পিটিআই ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	রাজস্ব	১	১৩ নভেম্বর- ১৭ নভেম্বর/২০১৬	২৮ জন
০৩	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	৬ ডিসেম্বর- ৮ ডিসেম্বর/২০১৬	৫৯ জন
০৪	Training of core trainer on SDM incorporated foundation training module of NAPE	উন্নয়ন	১	১১ ডিসেম্বর- ১২ ডিসেম্বর/২০১৬	৪০ জন
০৫	orientation workshop for NAPE faculty members	উন্নয়ন	১	২০-২১ ডিসেম্বর/ ২০১৬	৪০ জন

Web : www.nape.gov.bd
E-mail : napebarta@gmail.com
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর ভাষা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মুদ্রণ : কোরায়শী প্রাঙ্গণ, ময়মনসিংহ। ফোন : ০৯১ ৬৪০০১, মোবাইল : ০১৭১১ ১৭১ ৬৭৩